দর্শনায় বঙ্গবন্ধুর ৪৯ তম শাহদত বার্ষিকী পালনে প্রস্তুতিমূলক

বিদেশি দূঃসাশনে লাঞ্ছিত নিপিড়িত ও অবহেলিত বাঙ্গালী জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়ে ছিলেন দূরদম, দূর্জয়, নির্ভিক মহাপ্রাণ, বাংলার শ্রেষ্ট বীর, কিংবদন্তি নেতা, বাঙ্গালী জাতির হৃদয় স্পন্দন, বাংলার মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙ্গালী, অসাংবাদিত নেতা, বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ৪৯ তম শাহদত বার্ষিকী পালনে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ব্যপক প্রস্তুতি গ্রহন করা হচ্ছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১১ টা ও বিকালে দর্শনায় প্রস্তুতিমূলক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৃথক এ দুটি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের পরপর ৪ বারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য, জনপ্রিয়, জননন্দিত জননেতা হাজি আলী আজগার টগর বলেন, স্বাধীননতা মহানায়ক বন্ধুবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের ৪৯ তম শাহদত বার্ষিকীতে শোকবকে শক্তিত পরিণত করে, মুজিব চেতনায় জাগ্রত হয়ে শফত নিতে হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সোনার বাংলাদেশে যারা অহেতুক অরাজকতা সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ স্বিকারের অপচেষ্টা করছে, সেই স্বাধীনতা বিরোধীদের শক্তহাতে প্রতিহত করার। পচাত্তরের ১৫ আগষ্ট যারা জাতীর জনককে স্বপরিবারের হত্যা করেছিলো সে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র আবারো মাথাচারা দিয়ে উঠেছে।
পৃথক এ দুটি মতবিনিময়সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান।

এমপি আলী আজগার টগরের আয়োজনে এ সভায় আরো বক্তব্য দেন, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, সহসভাপতি শফিকুল আলম, যুগ্নসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, ইউপি চেয়ারম্যান, কামাল উদ্দিন, শফি উদ্দিন, ইয়ামিন, শফিকুর রহমান রাজু, আ. করিম, শুকুর আলী, হযরত আলী, নিজাম উদ্দিন, মিল্টন মোল্লা, রবি বিশ্বাস, তাহাজ্জত মির্জা, সোহরাব হোসেন খান, আব্দুল হান্নান, মির্জা লিটন, আ্দুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা সেকেন্দার আলী, জাহাঙ্গীর আলম, শুকুর

আলী, আ. মালেক মোল্লা, জসিম উদ্দিন, গোলাম রসুল, প্রদীপ বিশ্বাস, মুন্তাজ আলী, বিল্লাল হোসেন, নজির আহমেদ, জিয়াবুল হক, শফিউল কবীর ইউসুফ, জাহিদুল ইসলাম, আবু তালেব, আবু সাঈদ খোকন, খলিলুর রহমান ভুট্রো, আজাদুল ইসলাম, স্বপন, আব্দুল হাকিম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সহসভাপতি সোলায়মান কবির, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু প্রমুখ।

ঝিনাইদহে শোকাবহ আগস্টে শোক মিছিল সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত

শোকাবহ আগস্টে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিন করছে।

মাসব্যাপী এ কর্মসূচিতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও ঝিনাইদহ- হরিণাকুণ্ডু-২ আসনের সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এমপির নেতৃত্বে ঝিনাইদহের সদর উপজেলার সব ইউনিয়ন ও পৌর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের অংশগ্রহণে ঝিনাইদহ সদর এমপি অফিস প্রাঙ্গণ থেকে বিশাল শোক মিছিল বের হয়।

গতকাল বিকালে এই শোকসভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পায়রা চত্বরে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে পায়রা চত্বরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহের পৌর মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজলের সভাপতিত্বে শোক সভা সঞ্চালনা করেন জেলা যুবলীগ আহবায়ক আশফাক মাহামুদ জন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়াামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেএম রশিদুল আলম, সদর উপজেলার সাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাশেদুর রহমান রাসেল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজীব হোসেন, সংসদ সদস্যের

ব্যক্তিগত সহকারি তবীবুর রহমান লাবু, সাধুহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন, পাগলা কানাই ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু সাঈদসহ অন্যান্য ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ ও অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল তার বক্তব্যে বলেন দেশের এ ক্লান্তি লগ্নে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ও স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-শিবির সহ সকল অপশক্তিকে রুখে দিতে আওয়ামী লীগ সহ সকল অংগ সংগঠনের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করার আহ্বান জানান।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাকান্ডের কালিমালিপ্ত বেদনাবিধূর শোকের দিন। ১৯৭৫ সালের এই দিনে মানবতার শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতকচক্রের হাতে বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলনের মহানায়ক, বিশ্বের লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মহান নেতা, বাংলা ও বাঙালি জাতির হাজার বছরের আরাধ্য পুরুষ, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

সমন্বয়কদের সঙ্গে আমি বসতে চাই : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, গণভবনের দরজা খোলা। কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আমি বসতে চাই, তাদের কথা শুনতে চাই। আমি সংঘাত চাই না।

দেশের চলমান পরিস্থিতি শান্ত করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সঙ্গে বসতে চান বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শনিবার (৩ আগস্ট) গণভবনে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয়

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেনের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে দুস্থ-অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৩১ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল মাঠ প্রাঙ্গণে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পক্ষে মেহেরপুর শহর ও শহরের বাইরের ১ হাজার দুস্থ মানুষের খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল দেশি মুরগী, মাছ, চাল, ডাল, লবন, আলু ইত্যাদি।

বিতরণকালে বক্তারা বলেন, কয়েকদিন ধরে দেশের স্বার্থে জরুরী অবস্থা জারি ছিল। তাতে দিনমজুর ও দুস্থ মানুষের জীবনমানে কিছুটা অসহায়বস্থা ছিল। আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রীর নির্দেশে সে সমস্ত মানুষদের খাদ্য সহায়তা দিয়ে পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।

খাদ্য বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মৃদুল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন আহমেদ ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন প্রমুখ।

কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের প্রতিবাদ সমাবেশ

বিএনপি-জামায়াতের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র-নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগ।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জেলা শ্রমিক লীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী খান।

জেলা শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্টিত সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুসা আলী খান, শাহিনুল ইসলাম, রাশেদুল ইসলাম, সাদ্দাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহি বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল হাসান মিন্টু, শহর শ্রমিক লীগের সভাপতি দেওয়ান মাসুদুর রহমান স্বপন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক খোমিনী আহাম্মদ, জেলা যুব শ্রমিকলীগের আহ্বায়ক রবিউল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক সজল হোসেন, ফকির আলাউদ্দিন, মোঃ আরিফ হোসেন, সৈকত হোসেন, মোঃ মহাসিন রেজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এসব সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে রাজধানীসহ সারাদেশে কোটা আন্দোলনের নামে বিএনপি-জামায়াত নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করতে বিএনপি-জামায়াত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

বক্তারা বলেন, ২১ জুলাই আপিল বিভাগ যখন কোটা সংস্কার করে রায় দিলেন- দেশবাসী ভেবেছিলেন আন্দোলনের আর প্রয়োজন হবে না। কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্রদের যা প্রত্যাশা ছিল তার চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরপর নতুন মাত্রায় সহিংসতা শুরু হলো। কারণ বিএনপি-জামায়াত সরকার পতনের একদফা দাবি বাস্তবায়নে কৌশলে ছাত্রদের পেছনে অবস্থান নিলো।

বক্তারা আরও বলেন, দেশব্যাপী জামাত-বিএনপি’র সন্ত্রাসীরা যেভাবে বর্বরতা নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা মানব ইতিহাসের কলঙ্ক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। দেশীয় এবং বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সারাদেশে বিএনপি নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে এই সমস্ত

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জেলা শ্রমিকলীগ ঐক্যবদ্ধভাবে দেশবাসীকে সাথে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের মিছিল

বাঙালির মহান স্বাধীনতাকে কটাক্ষ, একাত্তরের ঘৃণিত গণহত্যাকারী রাজাকারদের প্রতি সাফাই এবং আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীলতা তৈরীর প্রতিবাদে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৭ জুলাই) বিকেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাসভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। পরে যেখানে সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ, জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি আবু মোর্শেদ শোভন সরকার, সদর উপজেলার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জুলকার নাইম বাইজিদ, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রাশেদ আলী, সাধারণ সম্পাদক পিন্টু মিয়া, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি এস এম আল রাতুল, নাসিম আহমেদ রাব্বি, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান মাহমুদ অনিক,পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবির হাসান প্রমুখ।

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বাস মিনিবাস মালিক সমিতি, চেম্বার অব কমার্সের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি রোকনুজ্জামান রানু, মোহাম্মদ আলী কানু, সাবেক সদস্য ওহিদুল আলম খান, আব্দুল কুদ্দুস, চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক নয়ন আহম্মেদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাস মিনিবাস মালিক সমিতিরি হিসাব সহকারী আমজাদ হোসেন।

সেসময় বক্তারা, জেলায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি ধংস করতে ষড়যন্ত্র করে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে দাবী করে দ্রুত তার মুক্তির দাবী জানান।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার ঘটনায় গত ১১ জুন সাইদুল করিম মিন্টুকে আটক করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। পরে তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

গাংনী পৌর মেয়র আহাম্মেদ আলীর

বিরুদ্ধে সাবেক ছাত্রলীগ নেতার শিপু’র সংবাদ সম্মেলন

যথাযথ নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে গাংনী বাজারে পৌর সুপার মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে এমন অভিযোগ তুলে এবং মেয়র আহমেদ আলীর দেয়া ফেসবুক লাইভের বক্তব্যেও প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি মোঃ শাহিদুজ্জামান শিপু।

আজ রবিবার (১৪ জুলাই) দুপুরে শিপু’র রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহামেদ আলীর ফেসবুক লাইভে অসৌজন্যমুলক দেয়া বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান শাহিদুজ্জামান শিপু।

সংবাদ সম্মেলনে শিপু বলেন, গাংনী বাজারের ব্যবসায়ীদের জোর করে উচ্ছেদ করে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন। এতে বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও যে জমিতে মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে সেই জমির কাগজপত্রে ত্রুটি থাকায় সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম মার্কেট নির্মাণ করতে চাইলে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকায় মার্কেট নির্মাণ করতে ব্যার্থ হন। কিন্তু বর্তমান মেয়র আহমেদ আলী ক্ষমতার দাপটে ওই জমিতে জোরপুর্বক মার্কেট নির্মাণ কাজ শুরু করেছেন।

সরকারি জমিতে মার্কেট নির্মাণ কাজ বন্ধের দাবী জানিয়ে শিপু বলেন, মার্কেট নির্মাণ কাজ বন্ধে আলফারুক বাবুল ইতোমধ্যে আদালতের সরনাপন্ন হয়েছেন। যেহেতু জমিটি সরকারি জমি হিসেবে আমরা জানি। ওই জমি রক্ষার সরকার পক্ষে মালিক জেলা প্রশাসক। মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়ার দাবী জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে ।

এসময় সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু বলেন, মেয়র আহমেদ আলী মেয়র নির্বাচিত হওয়ার আগে সর্বসাকুল্যে ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন। কিন্তু তিনি দুবার মেয়র হয়ে শত কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। ওই সব টাকার উৎস কোথায় তা জনস্বার্থে দুর্নীতি দমন কমিশন(দুদক)কে অনুসন্ধান করার দাবী করেন।

তিনি আরও বলেন,মেয়র আহমেদ আলী কথায় কথায় আমাকে ‘কাসিনো সম্রাট’ বলে আমার সম্মানের হানি করেন। আমি কোথায় ক্যাসিনো খেলায় সম্পৃক্ত তা প্রমান করতে না পারলে মেয়র আহমেদ আলীর বিরুদ্ধে মান হানির মামলা করতে বাধ্য হবো। মেয়র আহমেদ আলী আমাকে গাংনী ছাড়া করার হুমকি দিয়েছে। তার ক্যাডার বাহিনী দিয়ে আমাকে মেরে ফেলারও হুমকি দিয়েছে। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক। বিভিন্ন অনিয়মের প্রতিবাদ করায় আমাকে ভয় দেখিয়ে অবৈধ ফায়দা লুটার চেষ্টা করছেন। মেয়র আহমেদ আলীর। মেয়র আহমেদ আলী নির্বাচিত হওয়ার পর গাংনীতে তেমন কোন উন্নয়ন হয়নি। যা হয়েছে তা উন্নয়নের নামে টেন্ডারবাজিসহ লুটতরাজ হয়েছে। আগামী পৌর সভার নির্বাচনে পৌরবাসী তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবেন। আওয়ামীলীগ রাজনীতি করার কারনে শিশূকারে আমি পতিৃহারাা হয়েছি। আমার প্রয়াত মামা কামরুজ্জামান বুড়ো গাংনীর মাঠ কাপানো একজন আওয়ামীলীগের কর্মী ছিলেন। তার জীবনকালে মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। কখনো অর্থের লোভ করেনি। আমিও তার আদর্শে লালিত হয়েছি। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক হিসেবে গাংনীর উন্নয়ন চাই। তবে,কারও পেটে লাথি মেরে উন্নয়ন চাইনি। দেশরত্ন শেখ হাসিনা কারও আহার কেড়ে নেননি। বরং ক্ষুধার্থ মানুষের পেটের আহার জুগিয়েছেন। অথচ মেয়র আহমেদ আলী মানুষের পেটে লাথি মেরে উন্নয়নের গল্প ছাড়াচ্ছেন এবং জমির কাগজপত্র ঠিক না করে মার্কেট নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন প্রিন্ট,অনলাইন ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ মিছিল

ঝিনাইদহে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু’র নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মিছিল করেছে জেলা ও কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

ব্যানার নিয়ে রাজপথে নামলেন কালীগঞ্জের উপজেলা আওয়ামী লীগের একাংশের নেতাকর্মীরা।

ঝিনাইদহে গ্যাস বাবুর মোবাইল উদ্ধার কাজে ডিবি প্রধান

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য এমপি আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার আসামি শিমুল ভূঁইয়ার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করা তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধারে ঝিনাইদহে অভিযান চালাচ্ছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের তদন্তকারী একটি টিম।

আজ বুধবার (২৬ জুন) সকাল থেকে শহরের পায়রা চত্ত্বরে গাঙ্গুলী মিষ্টান্ন ভান্ডারের পেছনের একটি পুকুর ঘিরে রাখে পুলিশ। সেখানে ক্রাইম সিন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। ঢাকা থেকে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির সহকারী কমিশনার মাহফুজুর রহমানসহ ১০ ডিবি সদস্য এসেছেন।

এছাড়া ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা প্রধান হারুন অর রশিদ হেলিকপ্টার যোগে ঝিনাইদহে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন জেলেকে পুকুরে নামিয়ে মোবাইল উদ্ধারের চেষ্টা করা হলেও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহ গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুয়েল ইসলাম।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন জানান, সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটের দিকে পুকুরে মোবাইল উদ্ধারের জন্য ঝিনাইদহ কারাগার থেকে ঘটনাস্থলে আনা হয় আওয়ামী লীগ নেতা কাজী কামাল আহমেদ বাবুকে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটের দিকে কাশিমপুর কারাগার থেকে ঝিনাইদহ কারাগারে স্থানান্তর করা হয় তাকে।

এদিকে সকাল থেকে ঝিনাইদহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মোবাইল উদ্ধার না হলে অভিযান অব্যাহত থাকবে কি না বা পরবর্তীতে অন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা

মিডিয়ার সামনে তা জানান হয়নি। তবে মোবাইল উদ্ধারের কাজে ফায়ার সার্ভিস ও ডুবুরি দল প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এর আগে মঙ্গলবার (২৫ জুন) দুপুরে ঢাকার মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা) হারুন অর রশিদ বলেছিলেন, এই মোবাইলগুলো দিয়েই আনার হত্যার মূল ঘাতক আমানুল্লাহ ওরফে শিমুল ভূঁইয়া গ্যাস বাবুর সঙ্গে অসংখ্যবার কথা বলেছেন। এছাড়া, অসংখ্য মেসেজ তারা আদান-প্রদান করেছেন। মোবাইলগুলোতে ডিজিটাল তথ্য-উপাত্ত আছে বলে মনে করছি। না হলে গ্যাস বাবু মোবাইলগুলো পানিতে ফেলে দেবেন কেন? মোবাইলগুলো পেলে মামলার তদন্তে অনেক সহায়তা হবে। সেজন্য মোবাইল উদ্ধার করা অনেক জরুরি।

প্রসঙ্গত গত ১২ মে চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে ভারতে যান এমপি আনার। ওঠেন পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার মণ্ডলপাড়া লেনে গোপাল বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর বাড়িতে। পরের দিন চিকিৎসক দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকে নিখোঁজ হন আনোয়ারুল আজীম। এর পাঁচ দিন পর গত ১৮ মে বরাহনগর থানায় আনোয়ারুল আজীম নিখোঁজের বিষয়ে একটি জিডি করেন বন্ধু গোপাল বিশ্বাস। গত ২২ মে হঠাৎ খবর ছড়ায়, কলকাতার পার্শ্ববর্তী নিউটাউন এলাকায় সঞ্জীভা গার্ডেনস নামে একটি আবাসিক ভবনের বিইউ ৫৬ নম্বর রুমে আনোয়ারুল আজীম খুন হয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত তার মরদেহ সনাক্ত করা যায়নি